চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি

©

বারোমাসি প্রকাশনী

চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি

তপন বাগচী

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

©

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি

তপন বাগচী

গ্রন্থস্বত্ব©কবি

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪৩১
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
শাবান, ১৪৪৬

প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন-

Chorkaburi Oray Ghuri

Tapan Bagchi

Copyright @ Tapan Bagchi

মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২

অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :
প্রবীর দাশগুপ্ত

মুদ্রাক্ষরিক : কবি

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র **: US $ 2**

ISBN: 978-984-99743-0-7

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :

www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

উ ৎ স র্গ

বাবা মায়ের বুকের মানিক
আমার খেলার সাথি
কোথায় একা হারিয়ে গেলে
নিভিয়ে ঘরের বাতি।
ধরা ছোঁয়ার বাইরে তুমি
ফিরবে না এই বুকে
হৃদয় ভরা কষ্ট-পাথর
যায় না বলা মুখে
শুনছি তুমি লুকিয়ে আছ
ফুলকলিদের মাঝে
তোমার খোঁজেই ঘর ছেড়ে যাই
সকাল-দুপুর-সাঁঝে।

ঝর্না, আমার বোন, যার মুখ এখন মনে পড়ে না।

সূচিপত্র

প্রলাপ ০৭
অক্টোবরের স্মৃতি ০৮
ঝর্ণাকে মনে পড়ে ০৯
সীমার কথা ১০
তিথিমণি তুমি ১১
কুড়িয়ে নিও সুখ ১২
স্মৃতির ঘুণ ১৩
অভিমানী ১৪
মায়ের মুখ ১৫
আড়িয়ালখাঁ ১৬
শ্রাবণ ১৮
প্রিয় গ্রাম ১৯
চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি ২২
ভূতের গল্প ২৪
রবীন্দ্রনাথ ২৫
নজরুল ২৬
কিশোর কবি ২৭
স্বপ্ন আমার ২৮
চিরকালের বন্ধু ২৯
মানুষেরা, এই মানুষেরা ৩২

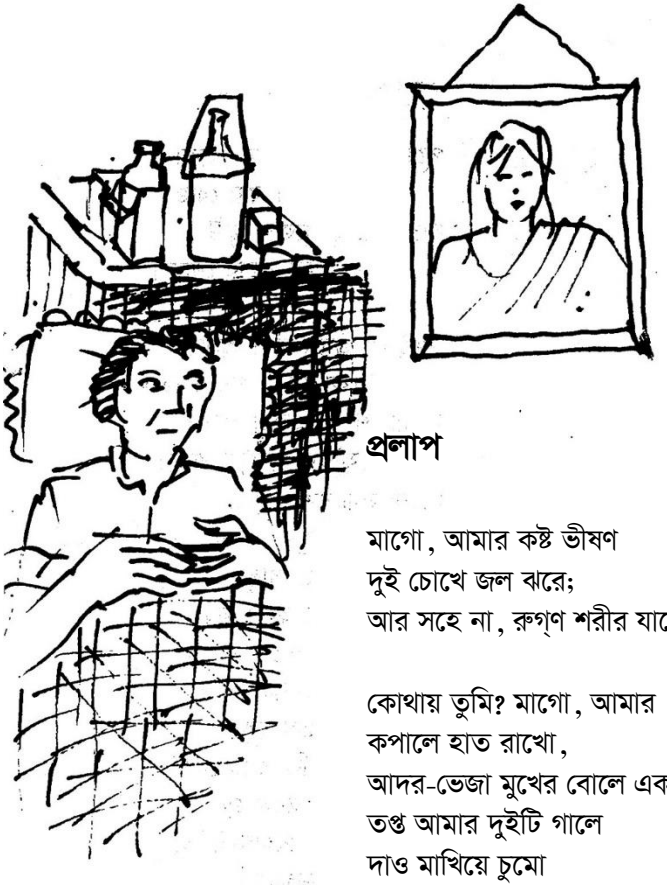

প্রলাপ

মাগো, আমার কষ্ট ভীষণ
দুই চোখে জল ঝরে;
আর সহে না, রুগ্‌ণ শরীর যাচ্ছে পুড়ে জ্বরে।

কোথায় তুমি? মাগো, আমার
কপালে হাত রাখো,
আদর-ভেজা মুখের বোলে একটু কাছে ডাকো।
তপ্ত আমার দুইটি গালে
দাও মাখিয়ে চুমো
মাথায় কোমল হাত বুলিয়ে বলো— 'খোকন, ঘুমো'।

অক্টোবরের স্মৃতি

জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে নিহত ভাইদের কথা মনে রেখে

পুজো এলেই আসবে খোকা
মা কেঁদে কয় রোজ,
যায় ফুরিয়ে পুজোর ছুটি
পাই না দাদার খোঁজ।

কেউ কি জানে দাদা আমার
কোথায় কেমন আছে!
দাদার শোকে একটা ফুলও
ফুটছে না জুঁইগাছে।
মাচান ভরা শসার কুঁড়ি
যায় শুকিয়ে সব,
দাদার প্রিয় রাঙা বাছুর
ভুলছে হাম্বা রব।

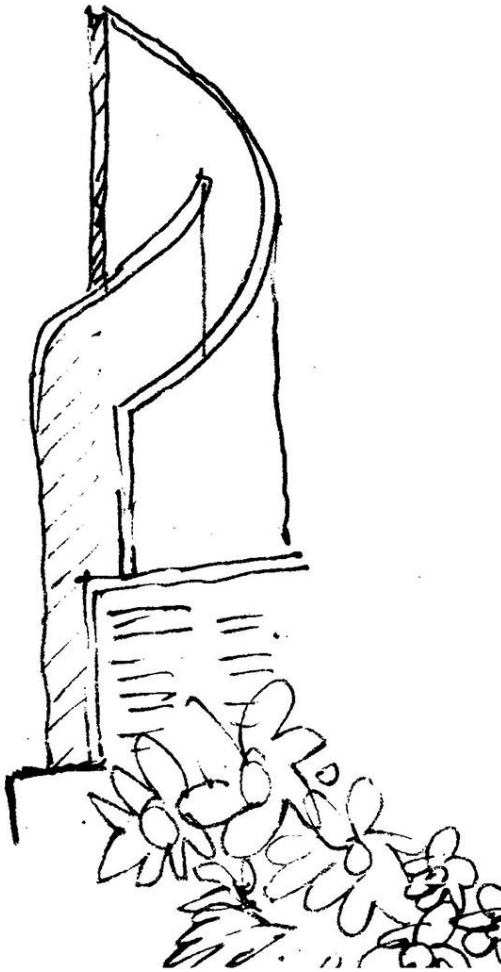

ঝর্ণাকে মনে পড়ে

ঝর্ণা তোমাকে মনে পড়ে আজ— একদিন তুমি ছিলে
আমার বুকের ছোট্ট আসনে একাকী অংশীদার।
জেনেছি তোমার নতুন ঠিকানা আকাশের দূর নীলে—
যেখানে কখনো দেখতে যাবার নেই কোনো অধিকার।

ঝর্ণা তোমাকে মনে পড়ে আজ— উনিশ বছর আগে
কোনো একদিন রোদেলা দুপুরে গেয়েছো বিদায়-গীতি।
জানি না কী করে ভুলে গেলে সব কোন মহা-অনুরাগে!
এতদিন পরে মনকে কাঁদায় সেই সে পুরনো স্মৃতি।

সীমার কথা

সীমা আমার ছোট্ট বোনের আদর-মাখা নাম।
মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শোনে রোজ,
লাজুক জিবে পছন্দ তার মিষ্টি কাঁচা আম,
বোশেখ মাসের ভরদুপুরে তাই থাকে না খোঁজ।
একটু করে বাড়ছে সীমা মায়ের আদর পেয়ে,
কাকার মুখে 'মা' ডাক নাকি শুনতে ভালো লাগে।
দুষ্টুমিতে দারুণ পাকা এত্তটুকুন মেয়ে
রান্নাঘরে বাবার পাতে বসবে খেতে আগে।

তিথিমণি তুমি

তিথিমণি তুমি-পড়তে জানো না তবু চিঠি দিই খামে—
আদর-সোহাগ-ভালোবাসা নিও দুই হাতে যত ধরে।
তুমি তো জানো না প্রতিদিন ভোরে তোমাকেই মনে পড়ে,
সাজিয়ে রেখেছি শানবাঁধা স্মৃতি হৃদয়ের অ্যালবামে।

তিথিমণি তুমি একটি বারেও ওঠোনি আমার কোলে।
কতবার আমি খুশির উজানে বাড়িয়ে দিয়েছি হাত।
তুমি সরে গেছ সভয়ে সলাজে ঘাড়খানি করে কাত,
ভাবোনি কখনো কতটুকু ব্যথা এই বুকে আজো দোলে।

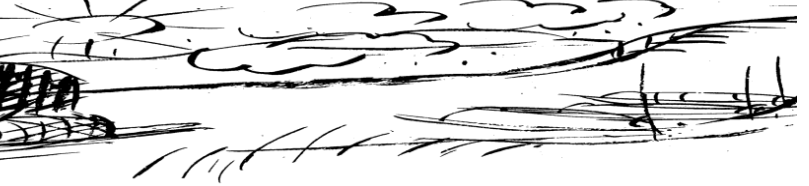

কুড়িয়ে নিও সুখ

তোমার বাড়ির ছোট্ট উঠোন গাছগাছালি ঘেরা,
রোজ সকালে চুল ছড়িয়ে বসতে চেয়ার পেতে।
সারা দুপুর এঘর-ওঘর অলস ঘোরাফেরা,
বিকেল বেলা কাটত শুধু ব্যস্ত খেলায় মেতে।

তোমার গাঁয়ের দখিন পাশে কুমার নদের শাখা,
খেয়া নায়ের সবল মাঝি আস্তে বৈঠা বায়।
গাংচিলেরা ঝিমোয় বসে রৌদ্রে মেলে পাখা,
নানা রঙের পাল তোলা নাও নিত্য ভেসে যায়।

নাইতে নেমে দেখছ কত জলপরিদের নাচ,
জলের ঢেউয়ে ভেসে আসা ইস্টিমারের সুর,
কিংবা রোদের ঝিলিক লাগা রুপোর ইলিশ মাছ।
দেখে তোমার হরিণ-চোখের ক্লান্তি হতো দূর।

স্মৃতির ঘুণ

সূর্যের সাথে আজো তুমি জানি ভাব রাখো গলাগলি
স্মৃতির সুতোয় আনমনে গাঁথো ঝরা বকুলের মালা
কিংবা দুহাতে ছিঁড়ে আনো বুঝি শুভ্র কেয়ার কলি
ধান-বেলপাতা-তুলসি-দূর্বা সাজিয়ে বরণডালা
লক্ষ্মীর ধ্যানে পদ্ম-আসন ছোট্ট ঠাকুর-ঘরে;
ভোরের মায়ায় শুভ্রা তোমাকে খুব বেশি মনে পড়ে।

ব্যস্ত পৃথিবী রৌদ্রের সাজ গায়ে দিয়ে জেগে রয়
চান্দার বিলে কাজ শেষে ফেরে কৃষকেরা দলে দলে
মাথার উপর উষ্ণ বায়ুর মৃদু স্রোতখানি বয়
গাঁয়ের ছেলেরা জুড়োয় শরীর ঝাঁপ দেয় ঘোলাজলে
ঘরমুখো তুমি ভেজা কালো চুল– টুপটাপ জল ঝরে;
দুপুরের রোদে শুভ্রা তোমাকে খুব বেশি মনে পড়ে।

মায়ের মুখ

অমার মায়ের মুখটি যেন
সকাল বেলার ফুল
পবিত্র সে আলোর পরশ
ভাঙায় সকল ভুল।

আমার মায়ের মুখটি যেন
দুপুর-রোদে ছায়া
ক্লান্তি-হরা বিশাল সে বট
বাড়ায় মাটির মায়া।

আমার মায়ের মুখটি যেন
বিকেল বেলার আলো
স্নিগ্ধ জ্যোতির পেলব ছোঁয়া
মনে করে দেয় ভালো।

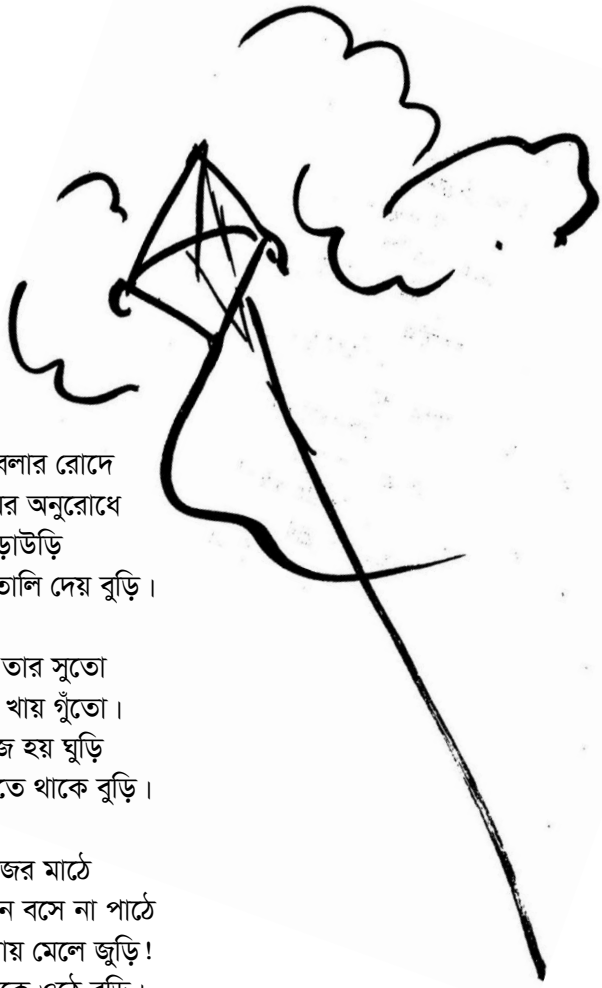

চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি

চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি বিকেল বেলার রোদে
আকাশ জুড়ে ছড়ায় সুতো মেঘের অনুরোধে
স্বপ্নপুরীর ছায়ার দেশে ঘুড়ির ওড়াউড়ি
দেখে মনের আনন্দে তাই হাততালি দেয় বুড়ি।

চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি-ভোকাট্টা তার সুতো
দিগ্বিদিকে ছুটতে গিয়ে বাতাসে খায় গুঁতো।
বাতাস তারে সঙ্গ দিলে পক্ষীরাজ হয় ঘুড়ি
চাঁদের কুড়ে-দাওয়ায় বসে হাসতে থাকে বুড়ি।

চরকাবুড়ি ওড়ায় ঘুড়ি নীল-সবুজের মাঠে
সুদীপ নামের এক কিশোরের মন বসে না পাঠে
ভাবে– এমন মজার ঘুড়ির কোথায় মেলে জুড়ি!
কিশোর মনের ভাবনা দেখে চমকে ওঠে বুড়ি।

নজরুল

নজরুল আছে
ফুল-পাখি-নদী
খাল-মাঠ-শিষ-শাঁসে
নজরুল আছে
প্রতি বাঙালির
প্রাণময় নিঃশ্বাসে।

প্রেমী-বিদ্রোহী, মানুষের কবি
পুণ্য প্রভায় আলোকিত সব-ই

নজরুল আছে
তাই আমাদের
চেতনায়-বিশ্বাসে।

মানুষেরা, এই মানুষেরা

কবি মহাদেব সাহা, শ্রদ্ধাস্পদেষু

মানুষেরা গড়ে ভুলের স্বর্গ
মানুষেরা ভুল ভাঙায়
এই মানুষেরা ভায়ের বুকের
রক্তে দুহাত রাঙায়।

মানুষেরা খোঁজে সুখের নিবাস
মানুষেরা ভালোবাসে
এই মানুষেরা সরলা বোনের
ইজ্জত লোটে গ্রাসে।

মানুষেরা পায় শোভন সুহৃদ
শান্তির সহবাস
এই মানুষেরা বুকে পুষে রাখে
নিয়মিত সন্ত্রাস।

মানুষেরা আনে শ্বেত প্রতিরোধ
মানুষেরা সাজে বীর
এই মানুষেরা উল্লাসে ভাঙে
মসজিদ-মন্দির।

মানুষেরা চায় চির নির্বাণ
মানুষেরা চায় সিদ্ধি
এই মানুষেরা দুধ-কলা দিয়ে
আদিমতা করে বৃদ্ধি।